তারিখ ... 04 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

রক্ষণশীল অঙ্কে ১৬৮টি আসন পাবে তৃণমূল

সংবাদ ডেস্ক

পশ্চিমবঙ্গ চলমান বিধানসভা নির্বাচনে আসন সংখ্যা নিয়ে ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসে নিজেদের ভেতরে বিক্ষিপ্ত উৎকণ্ঠা থাকলেও দলটির অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে বিপর্যয়ের কোনও ইঙ্গিত নেই। পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর একক ক্ষমতায় সরকার গড়ার ইঙ্গিতই উঠে এসেছে দলের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনায়। জেলাওয়ারি যথাসম্ভব রক্ষণশীল হিসাব কষে তৃণমূলের ভোট বিশ্লেষকরা দেখেছেন, ফল যদি আশানুরূপ নাও হয়, তাতেও দল ন্যূনতম ১৬৮টি আসন পাবে। বাম-কংগ্রেস জোটের মিত্রতায় বহু আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে বলে মনে করলেও তা তৃণমূল সরকারের পাশা উল্টে দেয়ার মতো শক্তি অর্জন করেনি বলেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে দলের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনায়। ঝুঁকিবহুল আসনগুলোকে ধর্তব্যের মধ্যে না রেখেই এ হিসাব কষা হয়েছে বলে দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের দাবি। ক্ষমতাসীন দলের ভোট-দক্ষ এক নেতা এ দাবি করে বলেছেন, 'এটা কিন্তু রক্ষণশীল (কনজারভেটিভ) হিসাব। সমস্ত ঝুঁকির দিক বিবেচনা করে, বহু কাটছাঁট করে এ হিসাব। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বিশ্বাস করি, আমাদের ফলাফল এর থেকে অনেক ভালো হবে। হিসাব কষার সময় আমরা মাথায় রেখেছি সেই বিষয়গুলোকে, যা সাধারণভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে বলে একটা ধারণা (পারসেপশন) তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও আমরা কোনও মতেই ১৬৮টি আসনের নিচে নামছি না। বাম-কংগ্রেস জোটকে মানুষ যদি গ্রহণ করে থাকে, তা হলে জানবেন তার প্রভাব বাছাই করা কতগুলো কেন্দ্রে নয়, গোটা রাজ্যেই পড়বে। কিন্তু সে অবস্থা তৈরি হওয়ার কোনও ইঙ্গিত আমরা অন্তত পাইনি।' দলের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার নির্যাসটা তৃণমূল সাংসদদের মাধ্যমে দিল্লির রাজনৈতিক বৃত্তেও ছড়াতে শুরু করেছে। এমনকি, মোদি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের ধারণা, বাংলার ব্যালটে অ্যাডভান্টেজ তৃণমূল। সোমবারই লোকসভায় ঢোকার মুখে মোদি সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর সঙ্গে এক তৃণমূল সাংসদের কথোপকথন থেকে এমন সম্ভাবনাই ধরা পড়েছে। ওই তৃণমূলকে সাংসদকে দেখেই বিজেপির মন্ত্রী বলেন, বাংলায় প্রচারে গিয়ে তার মনে হয়েছে মমতাই আবারও মসনদে ফিরবেন। রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনের সঙ্গে এই মতের মিল রয়েছে। ডেরেক ও'ব্রায়েন, কল্যাণ ব্যানার্জি, সৌগত রায়, সুখেন্দুশেখর রায়দেরকে সোমবার সংসদে দেখা গিয়েছে। নাদিমুল হক, তাপস পাল, তাপস মণ্ডল, সৌমিত্র খানরাও রয়েছেন দিল্লিতে। তৃণমূল সাংসদদের হিসাব, দল খুব খারাপ ফলাফল করলেও ১৬৫ থেকে ১৭০ পাবে। ১৬০-এর নিচে দল কোনওমতেই নামবে না বলে মনে করছেন তারা। অঞ্চলভিত্তিক পর্যালোচনা যথাসম্ভব নিখুঁত করতে তৃণমূল ভবনের শীর্ষ কর্তারা এলাকার নেতাদের বার বার বলেছেন, দলকে খুশি করতে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রতিবেদন দেয়ার দরকার নেই। বুথ ফেরত জরিপ থেকে খাঁটি হিসাব তুলে আনতে ওয়ার্ড এবং অঞ্চল ধরে বারবার মতামত যাচাই করা হয়েছে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক সমীকরণের কথা মাথায় রেখে এবার ১৭০-১৭৫ আসনকেই বিপুল বিজয় (ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টোরি) হিসেবে ধরবে তৃণমূল। গত ২১ এপ্রিল উত্তর কলকাতার ভোটের দিনই তৃণমূলের শীর্ষ নেতা মুকুল রায় বলেছিলেন; 'আমরা যদি ১৭০টির বেশি আসন পেতে পারি, তা হলেও এবার সেটাকেই ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি বলে ধরতে হবে। কেননা, গতবার যারা (কংগ্রেস) আমাদের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়েছিল, তারা কিন্তু এবার আমাদের উল্টো দিকে। বিরোধী তিন পক্ষের বিরুদ্ধে আমরা একদম একা লড়ছি।' ২০১১ সালের ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে তৃণমূল পেয়েছিল ১৮৪টি আসান। কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছিল ৪১টি আসন।

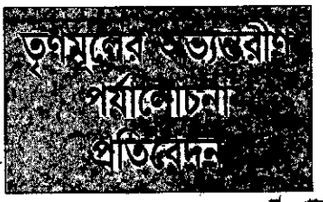

তৃণমূল কিভাবে তাদের 'রক্ষণশীল' হিসাব কষেছে : উদাহরণ হিসেবে উত্তর চব্বিশ পরগনার কামারহাটি আসনটির কথাই ধরা যাক। এ আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত পেয়েছে দল। দলের এক নেতার ব্যাখ্যায়, 'কামারহাটির ১ থেকে ১৫ নম্বর ওয়ার্ড দলের ভরসা। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এ ওয়ার্ডগুলোতে মদন মিত্র যদি কমপক্ষে ১২ হাজার ভোটের নেতৃত্ব নিতে পারেন, তা হলে আমাদের একটা সম্ভাবনা থাকবে।' কিন্তু এ আসনটিতে ঝুঁকিবহুল ধরে নিয়েই অপ্রিয় খবরের জন্য মানসিক প্রস্তুতি রাখছে তৃণমূল। যদিও মদন মিত্র সোমবার এসএসকেএম হাসপাতালে নিজে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে দাবি করেছেন, 'আমরা কামারহাটি থেকে পাঁচ হাজার ভোটে জিতব। তৃণমূলই আবারও সরকার গড়বে। মমতা ব্যানার্জি আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন।' গতবার এ কামারহাটি থেকেই মদন প্রায় ২৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন। এবার মদন নিজেই যে ব্যবধান প্রত্যাশা করছেন, তা থেকেই স্পষ্ট সেখানে ক্ষমতাসীন দলকে প্রতিপক্ষ কতটা বেগ দিচ্ছে। ঠিক তেমনই বসিরহাট দক্ষিণ আসনটি নিয়ে দলের চিন্তার কারণ রয়েছে। তৃণমূলের এক নেতার ব্যাখ্যা, দীপেন্দু বিশ্বাস যদি বসিরহাট দক্ষিণের পঞ্চায়েত অঞ্চল থেকে কমপক্ষে ২২ হাজার ভোটের নেতৃত্ব দিতে পারেন, একমাত্র তা হলেই তার নিশ্চিন্ত থাকার কারণ হবে। কারণ বসিরহাট ও টাকি পৌরসভা এলাকায় বিজেপি তৃণমূলের থেকে প্রায় ২০ হাজার ভোটে এগিয়ে যেতে পারে। দলের এক নেতার আশঙ্কা, শমীক ভট্টাচার্য এ বার টাকি-বসিরহাটের কংগ্রেসি ভোটারদের সমর্থন পেয়ে গিয়ে থাকতে পারেন। সুতরাং, এ আসনটিকেও বিপজ্জনক বলে ধরে রেখেছে শাসক দল। তৃণমূল সাংসদদের হিসেবে বিজেপিও এবার রাজ্যে গোটা পাঁচেক আসনে জিততে পারে। বসিরহাট, জোড়াসাঁকো, মাদারিহাট ও কালচিনিতে পদ্ম ফুটতে পারে বলে তাদের ধারণা। চাচা জ্ঞান সিং সোহন পালের কাছ থেকে খড়্গপুর ছিনিয়ে নিতে পারেন দিলীপ ঘোষ। আসানসোলের একটি কেন্দ্রেও বিজেপি ভালো লড়াই দিয়েছে। আর তৃণমূল? দলের এক সাংসদের কথায়, 'উত্তর হাওড়া নিয়ে আপনাদের অনেক কৌতূহল রয়েছে। ওখানে আমরা জিতছি। ময়ূরেশ্বরেও লকেট পারবেন না। যাদবপুরে সুজন চক্রবর্তী ভালো লড়েছেন। চৌরঙ্গিতে সোমেন মিত্রর একটা ভোটব্যাঙ্ক রয়েছে। তিনিও ভালো লড়েছেন।' মুর্শিদাবাদ থেকে ওপরে উত্তরবঙ্গে জোট ভালো ফল করবে ধরে নিয়েও তৃণমূল নেতা ও সাংসদরা যে হিসাব দিচ্ছেন, তা হলো মুর্শিদাবাদে তারা কমপক্ষে একটি আসনে জিতবেন। মালদহেও তাই। দক্ষিণ দিনাজপুরে তিনটে আসনেই তারা জিততে পারেন। কোচবিহার, জলপাইগুড়ির মতো জায়গাতেও তারা কিছু আসনে জিতবেন। ফলে উত্তরবঙ্গে একতরফা জোট আসন পাবে এমন নয়। হুগলির এক তৃণমূল সাংসদের দাবি, চাঁপদানিতে আব্দুল মান্নান হারছেন। রাজ্যসভার এক সাংসদ আবার বলছেন, মান্নান এবার জিতছেন। এলাকায় তার একটা প্রভাব রয়েছে। বামেদের সঙ্গে মিলে সেটা বেড়েছে বই কমেনি।